*তথ্যবিবরণী* নম্বর : ১৮৮৭

**সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা**

**সম্পাদকের মায়ের মৃত্যুতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এডভোকেট আব্বাস উদ্দিনের মা মরিয়ম বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, প্রয়াত মরিয়ম বেগম (৭০) আজ সিলেট উপশহরের এফ ব্লকের বাসায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ছেলে মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

রাশেদুজ্জামান/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২২০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৮৬

**শিল্প খাতে সম্মাননা পেলেন ৪৪ শিল্পোদ্যোক্তা**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে):

বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ৪৪ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে ২০২১ সালের জন্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) তথা সিআইপি (শিল্প) হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। ‘সিআইপি (শিল্প) নীতিমালা ২০১৪’ অনুযায়ী বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর এ সম্মাননা প্রদানের কথা থাকলেও করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন কারণে সিআইপি (শিল্প) ২০১৭ সম্মাননা প্রদানের তিন বছর পর এবার সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা প্রদান করা হলো।

আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন ও এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার দেশে শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে দেশ ক্রমশ শিল্প ও সেবাখাতমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সঠিক দিক ও নীতি-নির্দেশনায় বাংলাদেশে ইতোমধ্যে নীরব শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। শিল্পখাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছে। শিল্প-কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ইতোমধ্যে ৩৭ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। বিশ্ব-বাণিজ্যে আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে কাজ করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় অতীতেও বেসরকারি শিল্পখাতের বিকাশে ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করেছে। শিল্পায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতেও আমরা এ দায়িত্ব পালন করে যাব। শিল্পখাতের অগ্রযাত্রায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ, তাঁর দর্শন ছিল ‘বাংলার মানুষের মুক্তি’। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুকন্যার সৃজনশীল নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এবং মধ্যম আয়ের দেশ। মধ্যম আয়ের এই বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছাতে হলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগাতে হবে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিচয়পত্র (সিআইপি কার্ড) প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তাঁরা আগামী এক বছরের জন্য জাতীয় ও সিটি করপোরেশনের অনুষ্ঠান, নাগরিক সংবর্ধনায় দাওয়াত, ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে ভ্রমণের সময় বিমান, রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সরকারি যানবাহনে আসন সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাবেন। বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। স্ত্রী, সন্তান ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে বিশেষ সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া সরকারের শিল্পবিষয়ক নীতিনির্ধারণী কমিটিতে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

২০২১ সালের জন্য এনসিআইডি কোটায় ৬ জন এবং অন্যান্য ক্যাটেগরিতে ৩৮ জনকে সিআইপি (শিল্প) সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এনসিআইডি ক্যাটেগরি: জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ বা এনসিআইডি ক্যাটেগরিতে সিআইপি হচ্ছেন এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম; বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এবং বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী।

বৃহৎ শিল্প (উৎপাদন): এ ক্যাটেগরিতে সিআইপি হচ্ছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা অংশীদার এরিক এস. চৌধুরী, বিএসআরএম স্টিলস লিঃ এর চেয়ারম্যান আলী হুসাইন আকবর আলী, প্রাণ ডেইরি লিঃ এর চেয়ারম্যান মোঃ ইলিয়াস মৃধা, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোবারক আলী, জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জাবের, এসিআই লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আরিফ দৌলা, পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএসএম মাঈনউদ্দিন মোনেম, ফারিহা নিট টেক্স লিঃ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মামুন ভূঁইয়া, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী, হ্যামস গার্মেন্টেস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ সফিকুর রহমান, বাদশা টেক্সটাইলস এর উদ্যোক্তা পরিচালক কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, মীর সিরামিক লিঃ এর পরিচালক মাহরীন নাসির, ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ এর পরিচালক উজমা চৌধুরী, রানার অটোমোবাইলস্ লিঃ এর চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান, উইনার স্টেইনলেস স্টিল মিলস লিঃ এর চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল রানা, তাসনিয়া ফেব্রিক্সের উদ্যোক্তা পরিচালক আহমেদ আরিফ বিল্লাহ, সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সিকদার, এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ এর চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ এবং কনফিডেন্স পাওয়ার হোল্ডিংস লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান ইমরান করিম।

বৃহৎ শিল্প (সেবা): এ বিভাগে সিআইপি হচ্ছেন এসটিএস হোল্ডিংস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার মনির উদ্দীন, এসবি টেল এন্টারপ্রাইজেস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকারিয়া শাহিদ, দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান, কনকর্ড রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর চেয়ারম্যান এসএম কামাল উদ্দিন এবং ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ এর চেয়ারম্যান মনজুরুল ইসলাম।

মাঝারি শিল্প (উৎপাদন): এ বিভাগে সিআইপি হচ্ছেন বিশ্বাস পোলট্রি অ্যান্ড ফিশ ফিডস লিঃ এর চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান, ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান আক্তার জাহান হাসমিন মুক্তাদির, অকো-টেক্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সোবহান, জিন্নাত নিটওয়্যারস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার, রোমানিয়া ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবির বাবলু, প্রমি এগ্রো ফুডস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ এনামুল হাসান খান, মাসকো পিকাসো লিঃ এর পরিচালক ফাহিমা আক্তার, টর্ক ফ্যাশনস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, জিন্নাত এ্যাপারেলস লিঃ এর চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহেদ এবং মেসার্স সিটাডেল এ্যাপারেলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মাহিদুল ইসলাম।

ক্ষুদ্র শিল্প (উৎপাদন): এ বিভাগে সিআইপি হচ্ছেন রংপুর ফাউন্ড্রি লিঃ এর পরিচালক চৌধুরী কামরুজ্জামান এবং এরফান এগ্রো ফুড লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মাহবুব আলম। এ ছাড়া মাইক্রো শিল্প ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত হয়েছেন মাসকো ডেইরি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এমএ সবুর।

#

মাহমুদুল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২২২০ঘণ্টা

তথ্যবি**বরণী                                                                      নম্বর :** ১৮৮৫

**এ দেশে হত্যার রাজনীতি কাউকে করতে দেওয়া হবে না**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, এ দেশে আর ‘পঁচাত্তর’ সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না, কাউকে হত্যার রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।

আজ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে টাউন হলের সামনে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে’ প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। মোহাম্মদপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সাত্তারের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য শেখ সাদেক খান, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি বজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক রানা এবং মহানগর উত্তরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর সময়েও অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে যখন রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করা হয়েছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরোধীরা, দেশবিরোধীরা, দেশের উন্নয়নবিরোধীরা, তাঁরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে আজকে তাঁকে হত্যা করতে চায়, যেটি বিএনপির রাজশাহীর জেলা আহ্বায়ক মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। এ দেশে হত্যার রাজনীতি কাউকে করতে দেওয়া হবে না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ প্রস্তুত আছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রস্তুত আছে। আর এ দেশে ‘পঁচাত্তর’ সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। নেতাকর্মীদের বলবো যে হাতে বোমা আনবে সেই হাত পুড়িয়ে দিতে হবে। যে হাতে অস্ত্র ধরবে, সেই অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করতে হবে। তাদেরকে আর রক্তের হোলি খেলা খেলতে দেওয়া হবে না।’

বিএনপির কারণে মানুষ এমন কি মার্কিন দূতাবাসও আতঙ্কিত উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি আজকে যে হত্যার রাজনীতি করছে, হত্যার হুমকি দিচ্ছে, পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা করছে এবং গাড়ি ভাঙচুর করছে, এতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, মার্কিন দূতাবাসও আতঙ্কিত হয়েছে। বিএনপির অপরাজনীতির কারণে আজকে তারা তাদের নাগরিকদের সতর্ক করেছে। বিএনপি আজ অপরাজনীতি করে দেশের মানুষকে আতঙ্কিত করতে চায়।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশে বিএনপির আতঙ্কের এই খেলা আর খেলতে দেওয়া যাবে না, আমাদেরকে রাজপথে থাকতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ রাজপথ থেকে উঠে আসা দল। আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার শিরায় বঙ্গবন্ধুর রক্তস্রোত প্রবহমান। যে রক্ত আপোষ জানে না, যে রক্ত ‘রক্তচক্ষু’কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে, তিনি শেখ হাসিনা।’

এ দিনের বিক্ষোভ সমাবেশ নিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এতদিন ধরে বিএনপির পাশাপাশি দেশে শান্তি সমাবেশ করছিলাম কারণ বিএনপির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে অশান্তি তৈরি করা। কিন্তু আজ আমরা বিক্ষোভ সমাবেশ করছি কারণ গত শুক্রবার বিএনপির রাজশাহীর জেলা আহ্বায়ক বক্তৃতা করে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন।’

মন্ত্রী বলেন, ‘জিয়াউর রহমান মানুষের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল, হাজার হাজার সেনাসদস্যকে এবং আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করে ক্ষমতায় টিকেছিল।  জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও হত্যার রাজনীতি করেছেন। তার এবং তারেক রহমানের পরিচালনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছে, বিএনপি এবং জঙ্গিগোষ্ঠীর পরিচালনায় বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সমাবেশের ওপর হামলা পরিচালনা করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আর ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে এ দেশের নিরীহ মানুষকে তারা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। সুতরাং তাদের রাজনীতি হচ্ছে হত্যার রাজনীতি, খুনের রাজনীতি। তারা এ থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নাই। তাদেরকে, কাউকে আর এ দেশের হত্যার রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।’

#

আকরাম/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২০৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৮৪

**ইউনিয়নসমূহে নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিচালনার**

**জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিসিসি’র চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে):

দেশের ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, আপগ্রেডেশন, প্রতিস্থাপন, পরিচালনা এবং রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের জন্য বেসরকারি অংশীদার সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং ফাইবার এট হোম লিমিটেডের সাথে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। ২ হাজার ৬০০টি ইউনিয়নের মধ্যে সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড ১ হাজার ২৯৩টি ইউনিয়ন এবং ফাইবার এট হোম লিমিটেড ১ হাজার ৩০৭টি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান দু’টি আগামী ২০ বছর ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ইন্টারনেট সেবা সার্বক্ষণিক সচল রাখবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, সামিট কমিউনিকেশনস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোঃ আরিফ আল ইসলাম এবং ফাইবার এট হোম লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিঃ জেঃ মোঃ রফিকুর রহমান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে এ চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ভিত্তি রচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি পিলার নির্ধারণের পর সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক স্থাপনে বিটিসিএল সফল না হওয়ায় ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শে একই খরচে এক হাজার ইউনিয়নের পরিবর্তে ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে এই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এটাকে টেকসই করতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দেশের ইন্টারনেট সেবা সুনিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পলক আরো বলেন, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পটি স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি পিলারকেই মজবুত করবে। নদীর তীর ও সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এরপর রেল ও বিদ্যুৎকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে শিল্প। কিন্তু কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ফলে আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছি। সামনে শতভাগ ক্যাশলেস লেনদেন হবে বলেও তিনি জানান।

ইন্টারনেট ছাড়া ইনক্লুসিভ উন্নয়ন সম্ভব নয় উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ব্যতীত জীবনযাপন অসম্ভব। টেকসই উন্নয়নে ইনফো সরকার সবক্ষেত্রেই শতভাগ সফল হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের খরচ হয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ২০ হাজার কিলোমিটার ফাইবার টানা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা-চিকিৎসা-ব্যবসা-বিনোদন সেবা চলছে।

উল্লেখ্য, আইসিটি বিভাগের অধীন বিসিসি ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক আগামী ২০ বছরের জন্য বিসিসি কোনো অর্থ ব্যয় করবে না। বিসিসি এই চুক্তির সার্বিক বিষয় তদারকি করবে।

বিসিসির নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাবিদ শফিউল্লাহ, ফাইবার এট হোম এর চেয়ারম্যান মঈনুল হক সিদ্দিকী। পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, ইনফো-সরকার (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের পরিচালক প্রণব কুমার সাহা।

#

শহিদুল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৮৩

**শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের ছয়জন**

**--- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে):

কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস¦রূপ ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থার ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন।

আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা সনদ ও স্মারক তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ সময় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান ভূমিমন্ত্রী। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, স্মার্ট ভূমিসেবার অন্যতম অনুষঙ্গ সুশাসন। আমরা যতই সিস্টেম বদল করি না কেন, সিস্টেম অপারেটর তথা পেছনের মানুষ যদি দক্ষ এবং সৎ না হন, চূড়ান্তভাবে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। দক্ষ এবং সৎ গণকর্মচারী সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য।

ভূমি মন্ত্রণালয় একটি সেবামুখী মন্ত্রণালয় উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী এ সময় বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত সবাইকে ভূমিসেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টির কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় জনগণকে সরকারের পরিকল্পিত স্মার্ট ভূমিসেবা বিষয়ে অবগত করা, ভূমিসেবায় নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দ্রুত প্রযোজ্য সেবা দেওয়ার মাধ্যমে ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২৩ সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ভূমিসেবা সপ্তাহ ভূমিসেবা গ্রহণকারী, জমির মালিক এবং ভূমিসেবা প্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করার এক চমৎকার উপলক্ষ্য।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আরিফ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ জাহিদ হোসেন পনির পিএএ, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোঃ খলিলুর রহমান ভূঞাঁ, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক মোঃ মনজুর রহমান, অফিস সহায়ক মোঃ আব্দুর রহমান এবং অফিস সহায়ক মোঃ সাদ্দাম হোসেন নিজ নিজ ক্যাটাগরিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৮২

**মুখস্হ বিদ্যা দিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**  
 **ঢাকা**,৮ জ্যৈষ্ঠ **(২২ মে):**

মুখস্হ বিদ্যা দিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, যে ভবিষ্যতের জন্য আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের তৈরি করছি সেই ভবিষ্যতে মূল দক্ষতাই হবে শিখতে পারার দক্ষতা। সেখানে একজন শিক্ষার্থীর যোগাযোগের দক্ষতা, সূক্ষ্ম চিন্তার দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, অনেকের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। আর যে শিক্ষার্থী যত বেশি সৃজনশীল ও মুক্তচিন্তা করবে সেই শিক্ষার্থী এসব বিষয়ে ততই দক্ষ হয়ে উঠবে। মুখস্হ বিদ্যা দিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব হবে না।

আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় দিবসসমূহে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার রূপান্তর ঘটানোর জন্য আমরা নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে এসেছি। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি নতুনভাবে করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে এই নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, সৃজনশীল কাজে ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীরা যেভাবে জড়িত ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা সেভাবে জড়িত নয়। শহরের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার বাইরে কিছু করতে দেওয়া হয় না। বলা যায়, শহরের শিক্ষক-অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের মানসিক নির্যাতন করছেন। ভালো ফল করার চাপ দিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন করে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী আরো বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই ১৬ বছর বয়য়ের আগে কোনো শিক্ষার্থীকে মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অথচ আমাদের দেশে ১০ বছর বয়স হলেই একটি ছেলেকে মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই শিক্ষার্থীর যখন মেধা অর্জনের সময়, শিক্ষা গ্রহণের সময় তখন তাকে মেধাবী শিক্ষার্থীর তকমা দিয়ে নির্যাতনের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। আমরা তাকে মূল্যবোধ শেখার কোনো সুযোগ দিচ্ছি না, সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ দিচ্ছি না।

মাউশির পরিচালক (প্রশাসন) শাহেদুল খবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান প্রমুখ।

#

খায়ের/পাশা/মোশারফ/লিখন/২০২৩/ঘন্টা১৯১৪

 তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৮১  
  
**সরকার বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

**ঢাকা**,৮ জ্যৈষ্ঠ **(২২ মে) :**

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। সে লক্ষ্যে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয়, শিকার, হত্যা, পাচারজনিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বনজ সম্পদের অবৈধ আহরণ নির্মূলে মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক বিভাগ ও ইউনিট নিয়মিত টহল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

‘বাস্তবায়ন করি অঙ্গীকার, জীববৈচিত্র্য হবে পুনরুদ্ধার’- প্রতিপাদ্যে সোমবার আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস-২০২৩ পালন উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতোমধ্যে জাতিসংঘের ‘কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি’-তে স্বাক্ষর করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭” প্রণয়ন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর অবাধে বিচরণ ও প্রজননের জন্য ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৫টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ২০টি জাতীয় উদ্যান, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ৩টি ইকোপার্ক এবং ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

বনমন্ত্রী বলেন, সরকার বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অভ্ নো গ্রাউন্ডের ১ লাখ ৭৩ হাজার ৮০০ হেক্টর এলাকা এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন ১ হাজার ৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করেছে; যার ফলে এখন আইনের মাধ্যমে এই বিশাল সামুদ্রিক এলাকার জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অর্থায়ন করা হচ্ছে। দেশে প্রথমবারের মতো বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির লাল তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জীববৈচিত্র্যের লীলাভূমি সুন্দরবন রক্ষায় সরকারি অর্থায়নে একাধিক প্রকল্প চলমান রয়েছে। জীববৈচিত্র্যের অন্যতম উপাদান উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হলে বিপর্যস্ত হবে মানবসভ্যতাও। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অগ্রণী হতে হবে। সুতরাং, জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে আরো কার্যকরী ও গতিশীল করতে হলে সকলের অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার; মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী; মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী।

এরপূর্বে রাজধানীর শাহবাগ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

#

দীপংকর/পাশা/মোশারফ/লিখন/২০২৩/ঘন্টা১৮২৩

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৮০

**হত্যা-খুনের রাজনীতি থেকে বিএনপি বেরিয়ে আসতে পারেনি**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

বিএনপি হত্যা-খুনের অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি\_\_বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে টেলিভিশন নাট্যপরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড বাংলাদেশ এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে-এতেই প্রমাণিত হয় বিএনপি আসলে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিটাই করছে। বিএনপি নেতাদের মনে এবং দলের মধ্যে এটাই ঘুরপাক খাচ্ছে, আর সেটাই তাদের রাজশাহী জেলা আহ্বায়কের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।’

সাংবাদিকরা এ সময় ঢাকাস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে চলাফেরায় সতর্কবার্তা জারি নিয়ে প্রশ্ন করলে হাছান মাহমুদ এটিকে বিএনপির অপরাজনীতিরই ফসল বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘মার্কিন দূতাবাসের এটি করা খুবই স্বাভাবিক। বিএনপি যেভাবে গাড়ি-ঘোড়া ভাংচুর করা শুরু করেছে, আবার যেভাবে গাড়িতে আগুন দেওয়া শুরু করেছে, এগুলো দেখেই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের সতর্ক করেছে। বিএনপি এবং বিএনপির নেতৃত্বে তাদের জোট যদি এ রকম জ্বালাও-পোড়াও করতে থাকে তাতে অনেকেই এমন সতর্ক করতে পারে। এটি বিএনপির অপরাজনীতিরই ফসল।’

বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোর মান নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘সারাদেশ বিবেচনায় নিলে মানুষ বাংলাদেশ টেলিভিশনই বেশি দেখে। বিটিভি’র অনুষ্ঠানে বহু গুণগত পরিবর্তন এসেছে। যে কোনো টেলিভিশনের চেয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রোগ্রামের মান এখন অনেক উন্নত।’

**নাটক, টেলিফিল্ম, সিনেমাতে সমাজের জন্য বার্তা থাকা দরকার –তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

এর আগে ডিরেক্টরস গিল্ডের সঙ্গে সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমরা সব টেলিভিশনকে উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তারা বাংলাদেশের শিল্পী, কলাকুশলীদের নিয়ে দেশের কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিরিয়াল বানায়। একইসাথে সেগুলো যেন সমাজকে ভালো জিনিস শেখায়। যে কোনো সিরিয়াল বা নাটক যেমন বিনোদন দেবে পাশাপাশি যদি সেখানে সমাজ হিতৈষী বার্তা থাকে, তাহলে সেটিকে আমি যথার্থ এবং পরিপূর্ণ মনে করি।

ডিরেক্টরস গিল্ড সভাপতি অনন্ত হীরা সংগঠনের পক্ষে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টে ডিরেক্টরস গিল্ডের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি, টেলিফিল্মকে আলাদা ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আওতায় আনা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে কর্মরতদের পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি। সহ-সভাপতি মনোজ সেনগুপ্ত বিটিভিতে ডিরেক্টরস গিল্ড সদস্যদের পালাক্রমে কাজে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব দেন।

মন্ত্রী প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনার আশ্বাস দেন এবং বলেন, ‘বাংলাদেশে টেলিভিশনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে নাটকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশি সিরিয়াল বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি ক্রমবর্ধমান সেক্টর। আমরা বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে যথেচ্ছভাবে বিদেশি সিরিয়াল প্রচারের লাগাম টেনে ধরেছি। কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে এক সাথে একটার বেশি সিরিয়াল প্রচার করতে দিচ্ছি না। অনেক দেশের সিরিয়াল দেখানোর জন্য যেমন আমাদের কাছে আবেদন আসে কিন্তু আমরা সবগুলো দেই না কারণ সেসব দেশের সমাজ ব্যবস্থার সাথে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভিন্ন। এতে অনেক টেলিভিশন সতর্ক হয়েছে এবং তারা নিজেরা সিরিয়াল বানাচ্ছে। আগে এ বিষয়ে অনুমতির বালাই ছিলো না, প্রধানমন্ত্রী আমাকে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে আমরা এ ব্যবস্থা নিয়েছি।’

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ডিরেক্টরস গিল্ড বাংলাদেশ’র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান এবং দেশ ও দশের সেবায় তাদের আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

ডিরেক্টরস গিল্ড কার্যনির্বাহী পরিষদের অপর সদস্যদের মধ্যে সহ-সভাপতি কায়সার আহমেদ, আশরাফুল আলম রন্টু, সাধারণ সম্পাদক এস এম কামরুজ্জামান সাগর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান ও রাশেদা আক্তার লাজুক, অর্থ সম্পাদক আবু রায়হান মোঃ জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম রেজা জুয়েল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জহির খান, প্রশিক্ষণ ও আর্কাইভ বিষয়ক সম্পাদক শুভ্র খান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সবুজ খান, আইন ও কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক তারিক মুহাম্মদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক সাঈদ রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য দীন মোহম্মদ মন্টু, সৈয়দ আওলাদ,  গাজী আপেল মাহমুদ, ফিরোজ আহমেদ দুলাল, শহীদুল ইসলাম রুনু, শাহীন মাহমুদ ও নাসির উদ্দিন মাসুদ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা**,৮ জ্যৈষ্ঠ **(২২ মে) :**

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৭২ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৩৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭৭ জন।

                                                      #

রাশেদা/পাশা/মোশারফ/লিখন/২০২৩/ঘন্টা১৬১০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৮

**প্রধানমন্ত্রী জনগণের পাশে থেকে প্রতিটি দুর্যোগময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন**

**- বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি দুর্যোগময় পরিস্থিতি জনগণের পাশে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করেছেন। দুর্যোগময় মুহূর্তে তিনি দেশের সর্বত্র খোঁজখবর রেখেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে দ্রুত সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ বান্দরবান সদরে অরুণ সারকী টাউন হলে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত গরিব- মেধাবী শিক্ষার্থী, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও গরিব অসহায় রোগীদের এককালীন অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিদেশিরা বলেছিল করোনার কারণে পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারিতে প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী সঠিক সিদ্ধান্তে সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন আনা এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার কারণেই দেশের মানুষের প্রাণহানির ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের সহায়তা করেছেন। অতীতে তার মতো কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। সোনার বাংলা গড়তে গেলে সোনার ছেলে প্রয়োজন। তাদের গড়তে সরকার বিনামূল্যে বই দিচ্ছেন, দিচ্ছেন শিক্ষা বৃত্তি। তিনি বলেন, ভূমিহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। গরিব অসহায়দের দিচ্ছেন বিভিন্ন ভাতা। সরকার যে সহায়তা দিচ্ছে সেই টাকাগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুরাইয়া আক্তার সুইটি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুর।

পরে মন্ত্রী ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ৪০ জন রোগীর প্রতিজনকে ৫০ হাজার টাকা করে ২০ লাখ টাকার অনুদানের চেক দেন। এ ছাড়াও জেলার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪৭টি পরিবারের প্রত্যেককে ৭ হাজার টাকা করে মোট ১০ লাখ ২৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ২৮৪ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৩ হাজার ৫০০ টাকা করে মোট ৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয় এবং এককালীন চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ১৭২ জনকে ১২ লাখ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

#

রেজুয়ান/মেহেদী/সিরাজ/রাসেল/আসমা/২০২৩/১২১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৭

**দেশে প্রথমবারের মতো দেয়া হবে ‘জাতীয় চা পুরস্কার’**

**- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশের চা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মত ‘জাতীয় চা পুরস্কার’ প্রদান করা হবে। আট ক্যাটেগরিতে সাতটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি ব্যক্তি পর্যায়ে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। চা শিল্পের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় চা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় চা দিবস-২০২৩   
উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১ম ‘জাতীয় চা পুরস্কার’ প্রদানের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই কমিটির সভায় এসব কথা জানান।

যে আটটি ক্যাটেগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে সেগুলো হল: (১) একর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী চা বাগান (২) সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনকারী বাগান (৩) শ্রেষ্ঠ চা রপ্তানিকারক (৪) শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারী (৫) শ্রমিক কল্যাণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা বাগান (৬) বৈচিত্রময় চা পণ্য বাজারজাতকরণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি (৭) দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্মত চা মোড়কের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি (৮) শ্রেষ্ঠ চা পাতা চয়নকারী (ব্যক্তি/শ্রমিক)।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দেশের চা শিল্পে অসামান্য অবদান রাখেন। চা শিল্পে জাতির পিতার অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ৪ জুন জাতীয় চা দিবস পালন করা হয়।

টিপু মুনশি বলেন, দেশের চা শিল্পের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর অংশীজন হিসেবে চা বাগান মালিক, চা উৎপাদনকারী এবং প্যাকেজিং বিপণন কোম্পানিসহ চা শিল্পে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন তাদের স্ব স্ব কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এসব প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ও ব্যক্তির অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই জাতীয় চা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে চা শিল্প আজ টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। গুণগতমানের চা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

চায়ের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, বিপণন প্রক্রিয়ায় আধুনিকায়ন এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি চায়ের নতুন বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ চা বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/সিরাজ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৬

**ভার্চুয়াল পাইপলাইনের নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে**

- জ্বালানি উপদেষ্টা

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম বলেছেন, ভার্চুয়াল পাইপলাইনের নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গ্যাস সিএনজি আকারে পরিবহন করে যে ভার্চুয়াল পাইপলাইন সৃষ্টি হয়েছে তার মাধ্যমে দেশের সংকটপূর্ণ এলাকায় দ্রুত গ্যাস পৌঁছে দেয়া যাবে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকবে।

উপদেষ্টা গতকাল ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ভোলাস্থ গ্যাস কম্প্রেসডপূর্বক পরিবহন করে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেডের আওতাধীন গ্যাস ঘাটতিকৃত এলাকায় সরবরাহ করার নিমিত্ত সুন্দরবন গ্যাস কোং লিমিটেড এবং ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, ভোলাতে প্রতিদিন প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন সম্ভব। কিন্তু সঞ্চালন লাইন না থাকায় তা জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আনা যাচ্ছে না। ভোলার গ্যাস সিএনজি আকারে সহজেই পরিবহন করে স্বল্প চাপের শিল্পে দেয়া সম্ভব। গ্যাস পরিবহনকালে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ভোলা-বরিশাল-খুলনা  রুটে গ্যাস নেটওয়ার্ক তৈরি নিয়েও সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

চুক্তিতে সুন্দরবন গ্যাস কোং লিমিটেডের পক্ষে কোম্পানি সচিব শাহ আলম মোল্লা এবং ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ আলী স্বাক্ষর করেন।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ড. মোঃ  খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার, ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ আলী ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফায়েল আহমেদ  বক্তব্য রাখেন ৷

#

আসলাম/মেহেদী/সিরাজ/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১৩৪৫ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1875

**Prime Minister’s Message on the occasion of the 50th anniversary of**

**Joliot-Curie Peace Medal Award to Bangabandhu**

Dhaka, 22 May :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the 50th anniversary of Joliot-Curie Peace Medal Award to Bangabandhu :

“I am happy to learn that many programs were scheduled, and a souvenir book will be published by the Cabinet Division to celebrate the Golden Jubilee of the conferment of the Joliot- Curie Peace Medal to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bangabandhu Sheikh Mujib was dedicated to the cause of peace in his lifelong struggle. In his student life, he fearlessly rushed to rescue the helpless people facing danger, risking his own life during the horrific riots in Kolkata; while a young politician, he participated as a delegate in the first-ever Asia-Pacific Regional Peace Conference held in Beijing; in 1956, he participated in the World Peace Conference held in Stockholm. He was imprisoned for more than a decade during his quest for economic and political freedom for the people of Bangladesh. And after being released from a Pakistani prison in January 1972, he declared at his first press conference in London- 'friendship with all and malice towards none' as the core principle of peace, which was later adopted as the guiding principle of the foreign policy of newly independent Bangladesh. He always supported the freedom-seeking people of Asia, Africa, and Latin America and expressed unequivocal support for the oppressed.

Sheikh Mujibur Rahman became the beloved 'Bangabandhu' and 'Father of the Nation' by ensuring the self-determination and independence of the people of Bangladesh. Similarly, his uncompromising stand in favor of global peace earned him the profound admiration of the masses around the world. The World Peace Council awarded Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman their highest prize- the Joliot-Curie Peace Medal for his commendable contributions to global peace and freedom. That inclusion of the name 'Bangabandhu Sheikh Mujib' on the same list as that of other globally renowned recipients of this award like Nelson Mandela, Fidel Castro, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Pablo Neruda, Martin Luther King, Yasser Arafat, Leonid Brezhnev once again demonstrated the high esteem with which the global community honored and respected our Father of the Nation. When the world is troubled by so many wars and conflicts at the present juncture, his acceptance of this award fifty years ago reminds us that there is no alternative to peace for the well-being of humankind.

I extend my thanks to everyone involved in organizing the program for celebrating the Golden Jubilee of the award of the Joliot-Curie Peace Medal to Bangabandhu, including those who worked to publish this booklet. I believe that this will be beneficial for learning more about Bangabandhu Sheikh Mujib- the immortal exponent of global peace.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever**.”**

#

Sarwer/ Mehedi/Siraj/Russel/Mahmuda/Asma/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭৪

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক**

**প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সেই সঙ্গে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জীবনব্যাপী আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন শান্তির অন্বেষণে নিবেদিত। ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতার ভয়াল দাঙ্গার মধ্যে অসহায় বিপদাপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য জীবন বাজি রেখে নির্ভয়ে ছুটে গিয়েছেন; নবীন রাজনীতিবিদ হিসেবে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ও প্রশান্ত মহাসগর অঞ্চলীয় শান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছেন; ১৯৫৬ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের স্টকহোম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন; বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এক দশকেরও বেশি সময় জেল খেটেছেন এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়’ শান্তির এই বাণী ঘোষণা করেছেন। শান্তির এই প্রতিপাদ্যই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তিনি সবসময় এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকাসহ সকল মুক্তিকামী মানুষদের সমর্থন যুগিয়েছেন এবং অবিচল কণ্ঠে শোষিতের পক্ষে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা এনে দিয়ে দেশবাসীর কাছে তিনি যেমন বরেণ্য হয়েছেন বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হিসেবে, তেমনি শান্তির স্বপক্ষে আপসহীন অবস্থান তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছেও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। শান্তি ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ তার সর্বোচ্চ সম্মান জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, জওহরলাল নেহেরু, গামাল আবদেল নাসের, পাবলো নেরুদা, মার্টিন লুথার কিং, ইয়াসির আরাফাত, লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্ত বিশ্ববিশ্রুত নামের তালিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের সংযোজন প্রমাণ করে বিশ্ববাসীর চোখে আমাদের জাতির পিতার সম্মান ও মর্যাদা হিমালয়সম উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। আজ যখন যুদ্ধ এবং নানা রকমের দ্বন্দ্ব-সংঘাত পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তখন তাঁর শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরপূর্তি আমাদেরকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানব জাতির সামনে শান্তির কোনো বিকল্প নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ‍জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সকলকে, বিশেষ করে এ স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এ স্মরণিকা বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আরো নিবিড়ভাবে জানার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সারওয়ার/মেহেদী/সিরাজ/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1873

**President's Message on the occasion of the** **50th anniversary of**

**Joliot-Curie Peace Medal Award to Bangabandhu**

Dhaka, 22 May :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the 50th anniversary of Joliot-Curie Peace Medal Award to Bangabandhu :

“I am delighted to know that the Golden Jubilee of the Joliot-Curie Peace Medal award to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is being celebrated nationally. Bangabandhu's international recognition as a proponent of world peace is an occasion of pride and joy for the Bengali nation. On this occasion I pay deep homage to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bangabandhu's whole life was dedicated to the quest for peace and freedom. That is why, after receiving this medal at the World Peace Conference held on 23 May 1973, he could rightly declare during his acceptance speech that establishing peace was the mission of his life. His clarion call for freedom not only included political independence but also the dream of peace for the exploited, deprived and repressed people of Bangladesh. During his long political career, he always supported the peace-loving people at home and abroad and stood beside them. His philosophy of peace is still equally relevant in the present global context and inspire us.

Bangabandhu dreamt of a peaceful world free from exploitation and deprivation. While addressing at the NAM Summit in Algeria, he said, "The world today is divided into two--the exploiters and the exploited: I am on the side of the exploited". Bangabandhu's principles and ideals will remain an eternal source of inspiration for the freedom-seeking people of the world. We hope that everyone will come forward to establish a non-communal and partisan-free world following the ideal and spirit of Bangabandhu.

I wish the celebration of the 50th anniversary of Joliot-Curie Peace Medal Award to Bangabandhu - a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Siraj/Russel/Mahmuda/Asma/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৭২

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক**

**প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্বশান্তির একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্য গৌরব ও আনন্দের। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবন ছিল শান্তির সাধনায় উৎসর্গকৃত। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে ঢাকা শান্তি সম্মেলনে পদক গ্রহণোত্তর ভাষণে তিনি তাই যথার্থই ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনের মূলনীতিই হলো শান্তি। তিনি যে মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ছিল বাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য শান্তির স্বপ্নও। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি সব সময়ই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের সমর্থন করেছেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তির দর্শন আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন একটি শোষণ বঞ্চনামুক্ত শান্তিময় বিশ্বের। আলজেরিয়ায় ন্যাম সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।’ বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তর প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সকলে এগিয়ে আসবেন - এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন সফল হোক - এই কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/সিরাজ/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ